Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 369 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 369 - 380
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা জনপ্রিয় সাহিত্যধারা ও তার অডিও রূপ : প্রসঙ্গ সত্যজিৎ রায়

মানস নিয়োগী
গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : manassobujneogi@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Bengali audio Stories, Audio Stories, Popular literature, Satyajit roy, Sunday suspense, Bengali literature, Mirchi Bangla, Detective Stories, Adventure stories.

Abstract
We are living in a busy age. Leisure has decreased among people in the dynamic era. Many people hardly have the time and patience to enjoy reading long novels and stories. So in this era, Audio stories have become a popular means of enjoying tales. These stories are easy to listen to when the listener is busy during the work time. Different sound effects, professional storyteller, background music and various foley sounds make the stories more fascinating. Millions of people are enjoying stories through YouTube, Spotify, Storytel, Gaana and other broadcasting mediums. So in today's era Audio stories are bound to be discussed. This is the main reason for the current discussion.

In the world of Bengali audio story, the name of Satyajit Ray is bright for a special reason. The journey of Radio Mirchi's Sunday Suspense began with the adaptation of a story written by Satyajit Ray. The first story aired with Satyajit Ray's story 'Septopaser Khide', on 28 June 2009. The plan was to continue this program with the story of Satyajit Ray; But keeping in mind the huge popularity and demand, the stories of other popular writers have also been converted into audio stories and are still being done today. Stories by foreign writers are also being translated and served. Nowadays, the world of Bangla audio stories has become more diverse and popular. Along with popular stories and novels, classic stories and novels are also being converted into audio stories these days. So audio stories have become an important medium in the popularity of Bengali literature. It is for this reason that the present discussion is taken up as the subject.

Discussion

কোনো শিল্পের টিকে থাকার পিছনে সেই শিল্পের লোকপ্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঠিক এই কারণেই মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা কমে এলে সেই শিল্পের দীর্ঘস্থায়িত্ব আর আশা করা যায় না। বৃহৎ বাংলায় অনেক শিল্প আজ শেষ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 369 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সীমায় এসে পৌঁছেছে যার পিছনে রয়েছে 'গ্রহণ যোগ্যতা' হারানোর বিষয়টি। তাছাড়া এই পরিবর্তমান সময়ে প্রতিদিন কিছু না কিছু নতুন মাধ্যমের আগমনের কারণে একটি শিল্পের মানুষের কাছে পৌঁছানোর অভিমুখের বদল ঘটছে। যে শিল্প সেই অভিমুখকে নিজের মধ্যে আত্তীকরণ করে সমান তালে পা ফেলতে পারছে না সেই শিল্পই সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছে।

সাহিত্যও একপ্রকার শিল্প, তারও কারবার মূলত মানুষকে নিয়েই। কিন্তু যুগে যুগে সাহিত্য যে মাধ্যমের ওপর ভর করে মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে তা কোনদিনই এক থাকেনি। মানুষের গল্পপ্রিয়তা বরাবরই ছিল। যখন মানুষ লিখতে শেখেনি তখনও তাদের মধ্যে গল্প ছিল, যুদ্ধের কাহিনি ছিল আর ছিল তাকে অপরের কাছে প্রকাশ করার অদম্য বাসনা। লেখার সরঞ্জাম, লিপি অনাবিষ্কারের দিনেও মানুষ গল্প বলেছে মৌখিক ভাবে। ধীরে ধীরে সেই কাহিনিগুলিই হয়ে উঠেছে লোকসাহিত্য, ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের মুখে মুখে। তাই মৌখিক সাহিত্যকে বলা হয় আদি এবং অকৃত্রিম সাহিত্যধারা। এই লোকসাহিত্য মানুষকে কেন্দ্র করেই তার পাকচক্র গড়ে তুলেছে, তার মূল গাঁথা আছে দেশের মাটিতে। পরবর্তীকালের লেখ্য সাহিত্যও তাই এই লোকসাহিত্যের ছত্রছায়াকে স্বীকার করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কারণেই তাঁর লোকসাহিত্য প্রবন্ধগ্রন্থের গ্রাম্যসাহিত্য প্রবন্ধে বলেছেন—

> "গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে; তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয়, স্থানীয়।"[১]

লোকসাহিত্যের গণ্ডি অর্থাৎ বলা চলে মৌখিক সাহিত্যের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে সাহিত্যকে পাঠ্য হয়ে উঠতে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। জোহান্স গুটেনবার্গ ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির মেইনজ শহরে প্রথম *ছাপাখানা আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু ছাপাখানা আসার পরই কি সাহিত্য শ্রব্য থেকে পাঠ্য হয়ে উঠল? না, তেমনটা নয়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই যদি ধরা হয়, ছাপাখানা আসার অনেক আগে থেকেই লিপিকরদের দৌলতে মানুষের হাতে হাতে পৌঁছেছিল তাদের দ্বারা অনুলিখিত পুথি। কিন্তু সেখানে একটা সমস্যা ছিল। লিপিকরদের যেহেতু একটি রামায়ণ বা মহাভারতের পুথি অনুলিপি করতে অনেক সময় লাগত সেহেতু সেই পুথির মূল্য বেশিরভাগ সময়ই সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকত। তাছাড়া রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য গেয় সাহিত্য হিসেবে প্রচলিত থাকায় মানুষ তা কথকতার আকারে শুনতেই অভ্যস্ত ছিল। এই শ্রব্য সাহিত্যগুলিই মানুষের ক্লাসিক সাহিত্য শোনার অভ্যাসকে তৈরি করেছে।*

বাংলায় জেমস অগাস্টাস হিকি কলকাতায় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে। মূলত জনপ্রিয় বাংলা সাহিত্যের মুদ্রণ তখনও শুরু হয়নি। শুরু হল ১৮০০ সালের ১৩ জানুয়ারি শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার পর। ১৮০০ সালেরই মার্চে মাসে উইলিয়াম ওয়ার্ডের নেতৃত্বে ছাপাখানা চালু হয় এবং ১৮ মার্চ ছাপা হয় দুই খণ্ডের বাইবেল। পরবর্তীকালে শ্রীরামপুর মিশন ৪৫টি ভাষায় ২ লক্ষ ১২ হাজার বই প্রকাশ করেছিল।[২]

এই প্রায় ২ লক্ষ বইয়ের মধ্যে বাংলা বইয়ের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। বাঙালির জনপ্রিয় ক্লাসিক 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' এই প্রেস থেকে পাঁচ খণ্ডে বের হল ১৮০২ সালে উইলিয়াম কেরির প্রচেষ্টায়।[৩] একে একপ্রকার 'Revolution' বলা চলে। যে সাহিত্য এতদিন লেখ্য হিসেবে মানুষের কাছে উপলব্ধ ছিল না, ছাপাখানা দৌলতে তা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল। আগে যা ছিল শুধুমাত্র শ্রব্য বা গেয়, তা হয়ে উঠল পাঠ্য।

কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে মানুষের যে গল্প শোনার অভ্যাস, তা লোপ পেল না। জনপ্রিয় সাহিত্যগুলি পাঠ্য হিসেবে মানুষের কাছে পৌঁছালেও বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী কাব্যগুলির পালা হিসেবে জনপ্রিয়তা কম ছিল না। যদি আজ থেকে হাজার বছর পিছিয়েও যাওয়া হয় তাহলেও দেখা যাবে বাংলার প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন 'চর্যাপদ'-ও ছিল গেয়। চর্যাপদে রাগ-রাগিণীর ব্যবহার থেকে একথা নিশ্চিত করে বলা যায়। বাংলা আদি-মধ্যযুগের সাহিত্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ও গীতিনাট্য। কারণ এখানেও দেখা যায় প্রতিটি পদেই রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। মোট ৩২ রকম রাগ-রাগিণীর ব্যবহার থেকে বোঝা যায় এই কাব্যটি গীতি-বৈশিষ্ট্যে ভরপুর এবং সংলাপের ব্যবহার থেকে তার নাটকীয় ঔৎকর্ষ অনুধাবন করা যায়।[৪]

আজ যখন একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শ্রব্য ও শ্রব্য-দৃশ্য সাহিত্যের কথা বলা হয় তখন তার মাত্রা বা ক্ষেত্র যে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। জনপ্রিয় সাহিত্য বা সেগুলির অনুসারী নাট্যায়নের মাধ্যমে

অনেক আগে থেকেই তা মানুষের কাছে শ্রব্য-দৃশ্য হিসেবে পৌঁছে গিয়েছিল। চলচ্চিত্র আসার পর শ্রব্য-দৃশ্যমানতার মান অনেক বেড়ে গেল। তাছাড়া একটা নতুন ধরনের উপস্থাপন কৌশল মানুষকে আকৃষ্ট করল। শ্রব্য সাহিত্য হিসেবে আকাশবাণীর হাত ধরে এল 'শ্রুতি নাটক' বা 'Audio Drama'। তার পরে এল 'Audio Story', 'Podcast'-এর যুগ। জনপ্রিয় সাহিত্যগুলিকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সিনেমা যে ভূমিকা পালন করছিল তা আরও বিস্তৃত করল 'Audio Story', 'Podcast', 'Audio Book' প্রভৃতি। বর্তমান শতকে প্রযুক্তি (Technology) উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও নতুন নতুন মাধ্যম প্রতিনিয়ত সংযুক্ত হচ্ছে এবং পুরাতন মাধ্যমগুলির ক্ষেত্র দিন দিন উন্নততর হচ্ছে।

বাংলা Audio Story-কে মূলত জনপ্রিয় করেছে যে প্ল্যাটফর্মটি তা নিঃসন্দেহে রেডিও। Audio Story-র আগে শ্রুতিনাটক বাংলা রেডিওতে জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু Radio Mirchi যখন 'Sunday Suspense' নামক অডিও গল্পের আসর নিয়ে হাজির হল তখন দিনে দিনে অডিও গল্পের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেল।

এবারে দেখে নেওয়া যাক জনপ্রিয় সাহিত্য বলতে মূলত কী বোঝায়। বহুকাল ধরেই পাশ্চাত্য সহ প্রাচ্য সাহিত্যে দুটি সাহিত্যধারা চলে আসছে। তার মধ্যে একটি হল High-Brow Literature, অন্যটি Low-Brow Literature। এই High-Brow Literature অনেকক্ষেত্রেই 'intellectual', 'cultured' এবং 'sophisticated'। সাধারণ পাঠকের থেকে এই সাহিত্যধারা অনেকটাই দূরে অবস্থান করে কারণ দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্যপাঠের ফলে অভিজ্ঞতা অর্জন না করলে এই প্রকারের সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে রসগ্রহণ করা কষ্টসাধ্য। তাই আপামর গল্পপ্রেমী জনসাধারণের কাছে সহজপাচ্য ও সহজবোধ্য সাহিত্যকর্মগুলিই হয়ে ওঠে জনপ্রিয়। তাই সাহিত্যের এই প্রকারটিকে 'জনপ্রিয় সাহিত্য' বা 'Popular Literature' নামে অভিহিত করা হয়। সমালোচকেরা সাহিত্যের এই ধারাটিকে 'Genre Fiction', 'Pulp Fiction', 'Junk Fiction' প্রভৃতি নামে নামাঙ্কিত করেছেন। এই নামগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিচারে সামান্য পার্থক্য থাকলেও এগুলিকে একপ্রকার সমার্থকই বলা যায়।

'জনপ্রিয়' —এই সমাসবদ্ধ শব্দটিকে ভেঙে বলা যায় 'জনের প্রিয়'। 'জন' অর্থাৎ জনসাধারণ। জনসাধারণের প্রিয় সাহিত্যই হল জনপ্রিয় সাহিত্য। জনপ্রিয় সাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে একজন গবেষক বলেছেন—

> "Genre fiction is the commercially successful fiction. It is sold in majority in numbers in the market and is read by large number of people...It is generally a beliefe that genre fiction is meant for entertainment."[৫]

ড. শিশিরকুমার দাশও এই কথাই বলেছেন যে—

> "The strength of popular literature is in its power to please readership for a short time,"[৬]

অর্থাৎ স্বল্প সময়ের মধ্যে বেশি আনন্দদানের ক্ষমতা থাকবে জনপ্রিয় সাহিত্যের। এক হিসেবে এই ধরনের সাহিত্যকে 'Page Turner'-ও বলা হয়ে থাকে কারণ তা পড়তে শুরু করলে পাতা না উল্টিয়ে থামা যায় না এবং যতক্ষণ না কাহিনি শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পাঠক স্বস্তি পান না।

এবার কোন কোন সাহিত্যকে এই সংরূপের (Genre) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে বা জনপ্রিয় সাহিত্য কোনগুলি এবং বোঝা যাবে কীভাবে সেই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা যাক।

শিশিরকুমার দাশ তাঁর 'Popular Literature and the Reading Public' প্রবন্ধে একটি সাহিত্য জনপ্রিয় কি না তা কীভাবে বোঝা যাবে সেকথা বলতে গিয়ে বলেছেন—

> "Any work of literature, popular or not popular, will be judged by the reading public again and again."[৭]

জনসাধারণ কোন ধরনের বইকে বেশিবার পড়ছেন তার খতিয়ান দেখলেই পপুলার সাহিত্য কোনগুলি তা বুঝতে পারা যাবে। এই খতিয়ান পাওয়া যেতে পারে কয়েকভাবে। যেমন—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 369 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১. একটি নির্দিষ্ট বই প্রকাশকের কাছ থেকে কোন সংস্করণে কত কপি মুদ্রিত হয়ে বাজারে বেরোচ্ছে তার একটি হিসেব প্রকাশক দিতে পারবেন। অনেক সময় মুদ্রণ সংখ্যা উল্লেখ করাই থাকে। সেটা দেখে বোঝা যায় একটি বই কত কপি মোট বিক্রি হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের প্রকাশনের তথ্যের পাতায় বাহাত্তর সংখ্যক মুদ্রণে (চৈত্র ১৪২৪) লেখা আছে যে 'মুদ্রণ সংখ্যা ২২০০'[৮] এবং সঙ্গে বলা আছে—

"বর্তমান বাহাত্তর মুদ্রণ পর্যন্ত এই গ্রন্থের মোট মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫৪০০।"[৯]

এই খতিয়ান থেকে বোঝা যাচ্ছে এই উপন্যাসটির জনপ্রিয়তাকে। তাছাড়াও সত্যজিৎ রায়ের শঙ্কু সমগ্রেও এই মুদ্রণ সংখ্যা উল্লিখিত, যেমন বলা আছে— "প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২ থেকে তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত মুদ্রণ সংখ্যা ৯০০০"[১০] এবং "চতুর্থ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৩ মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০০।"[১১] এই একই বছরের মধ্যে দুইবার মুদ্রণ থেকে বইটির জনপ্রিয়তার হদিস মেলে।

২. কত কপি মুদ্রিত হয়েছে তা না পাওয়া গেলে সংস্করণ সংখ্যা দেখেও বোঝা যায় যে বইটি কতটা জনপ্রিয়। যে বইয়ের অনেকগুলি সংস্করণ বা মুদ্রণ খুব কম সময়ের মধ্যে হয়েছে তা নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়। অনেকদিন আগে প্রকাশিত হলেও অনেকগুলি মুদ্রণ বা সংস্করণ হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে দেখে বোঝা যায় আজও বইটি জনপ্রিয়।

৩. পাবলিক লাইব্রেরি থেকে কোন বই বেশিবার পাঠক 'Issue' করছেন তার খতিয়ান দেখেও কোনও বইয়ের জনপ্রিয়তাকে অনুধাবন করা যায়। কিন্তু একটি বই একজন 'Issue' করলে তা যে একজনই পড়েছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যাবে না। পরিবারের অন্যেরাও তা পড়ে থাকতে পারে।

৪. বর্তমানে জনপ্রিয়তা অনুধাবনের আরও একটি মাত্রা যুক্ত হয়েছে। কোনও সাহিত্যের অডিও রূপান্তর রেডিওতে প্রকাশিত হওয়ার পর প্রতি ১৫ মিনিটে কতজন মানুষ তা শুনলেন তা AQH বা Average Quarter Hourly দেখে বোঝা যাবে। এই সংখ্যা যত বেশি হবে সেই নির্দিষ্ট প্রোগ্রামটির জনপ্রিয়তা যে তত বেশি তা বোঝা যাবে। তাছাড়াও যেহেতু আজ আর গল্প শোনার মাধ্যম শুধুমাত্র রেডিওতে থেমে নেই সেহেতু আমরা আরও অনেক মাধ্যম পেয়ে যাব যেখানে সরাসরি দেখা যাবে কতজন মানুষ সেটি দেখেছে বা শুনেছে। 'Youtube', 'Spotify' প্রভৃতি মাধ্যমে এই তথ্য ধারাবাহিক ভাবে রেকর্ড হতে থাকে।

যেমন - 'Radio Mirchi'-র 'Sunday Suspense'-এ ২০০৯ সালে প্রচারিত প্রথম গল্প 'সেপ্টোপাসের খিদে' যখন ২০১৮ সালে 'Youtube'-এ প্রকাশিত হল তখন থেকে আজ পর্যন্ত গল্পটি শুনেছেন মোট ৬ লক্ষ ৫ হাজার জন।[১২] এই হিসেবের বাইরেও রয়েছে গল্পটি যখন রেডিওতে প্রচারিত হয় তখন কতজন মানুষ শুনেছেন তার তথ্য। এর থেকেও গল্পটির জনপ্রিয়তার একটা ধারণা পাওয়া যায়।

পপুলার বা জনপ্রিয় সাহিত্যধারার মধ্যে যেমন রয়েছে রোমান্সধর্মী সাহিত্য, তেমনই রয়েছে অ্যাডভেঞ্চার, রূপকথা, কল্পবিজ্ঞান, ভৌতিক ও অলৌকিক কাহিনি, গ্রাফিক নভেল, ঐতিহাসিক কাহিনি, সাসপেন্স বা থ্রিলার জাতীয় কাহিনি এবং সর্বোপরি ডিটেকটিভ বা গোয়েন্দা কাহিনি।

তবে একটা কথা বলা যায়, জনপ্রিয়তার সঙ্গে সাহিত্যমূল্যের কোনও একরৈখিক সম্পর্ক নেই। কোনও সাহিত্য জনপ্রিয় মানেই তা সাহিত্য মানের দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট একথা যেমন বলা যায় না তেমনই সাহিত্যমূল্যের দিক থেকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য মাত্রই জনপ্রিয় হবে একথা বলাও যুক্তিযুক্ত নয়, ব্যতিক্রম বারবারই দেখা গিয়েছে।

মানুষের জীবনযাত্রার ধরন কয়েক শতক আগে যা ছিল আজ তার অনেকটাই পরিবর্তিত। দিনে দিনে মানুষের একলা সময় যাপনের অবসর কমে আসছে। রুজি-রোজগার ও ব্যস্ত লাইফ-স্টাইলের কারণে দীর্ঘ সময় ধরে সাহিত্য পাঠের একান্ত অবসরেরও ঘটছে অভাব। এই কারণেই অণু-সাহিত্য অর্থাৎ অণুগল্প, অণু-কবিতার পাশাপাশি উপন্যাসিকা বা নভেলা রচনার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু একটা কাহিনিকে ব্যক্ত করার জন্য, চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এই স্বল্প পরিসর যথেষ্ট কি না তা নিয়ে সন্দেহ ও বিতর্ক আছে। এই কারণেই হয়তো সাহিত্যের আঙিনায় অণু-সাহিত্য ব্রাত্য। মানুষ

আজও বড়ো গল্প পড়তে পছন্দ করে। কিন্তু ব্যস্ত সময়ের দাবীতে সেই পরিসর না পাওয়ায় আজকাল 'Audio Book' শোনার প্রচলন বেড়েছে। যে কোনও কাজ করতে করতে পছন্দের বই শ্রোতা শুনে নিতে পারেন।

জনপ্রিয় সাহিত্য ক্লাসিক সাহিত্যের মতো পাঠকের একাগ্র নিবিষ্টতা দাবী করে না, তাই কাজের সময়েও এই প্রকারের গল্প শুনে ফেলা যায়। যখন একজন কাহিনি পাঠ করছেন তখন তার 'Information Decoding' বা তথ্য অধিগ্রহণের মাধ্যম 'চোখ' বা 'Visual Cortex'; যখন একজন কাহিনি শুনছেন তখন তথ্য মস্তিষ্কে পৌছাচ্ছে শ্রবণযন্ত্রের মাধ্যমে। এই দুটি ক্ষেত্রে 'Message Decoding'-ও হয় মস্তিষ্কের দুটি আলাদা অংশে।

গল্প পাঠক ও গল্প শ্রোতা— দুইয়ের মধ্যে সেরকম কোনও পার্থক্য লক্ষিত হয় না বলে কিছু গবেষণায় দাবী করা হচ্ছে। অর্থাৎ একটি উপন্যাস একজন পড়ছে, একজন শুনছে এবং একজন শোনার সঙ্গে সঙ্গে পড়ছে —এই তিনটি পাঠকের বিষয়বস্তু অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনও বড়ো পার্থক্য দেখা যায় না, এমনটাই দাবী করেছেন 'Bloomsburg University of Pennsylvania'-র শিক্ষাবিজ্ঞানের (Education) অধ্যাপক বেথ রগোস্কি (Beth Rogowsky)। তিনি ২০১৬ সালে একদল মানুষের ওপর গবেষণা করেন, যেখানে তিনি একটি নন-ফিকশন বই একদলকে দেন পাঠ করতে, এক দলকে দেন অডিও বই হিসেবে শুনতে এবং অপর দলকে দেন পড়ার পাশাপাশি শুনতে। পরে এই তিনটি দলের ওপর কুইজ প্রতিযোগিতা করলে দেখা যায় যে তিনটি দলের মধ্যে সেরকম বড়ো কোনও পার্থক্য লক্ষিত হল না। পর্যবেক্ষণ শেষে অধ্যাপক রগোস্কি জানালেন—

> "We found no significant differences in comprehension between reading, listening, or reading and listening simultaneously."[১৩]

কিন্তু এখানে একটি ফাঁক থেকে গেছে, অধ্যাপক রগোস্কি পাঠকদের ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন 'e-Book'। ই-বইয়ের চেয়ে মুদ্রিত বই পাঠ বেশি সুবিধাজনক এবং তা পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় দিয়ে সহজে মগজস্থ হয়। এর কারণ হিসেবে '*Raising Kids Who Read'* বইয়ের লেখক এবং ভার্জিনিয়া উনিভার্সিটির সাইকোলজির অধ্যাপক ড্যানিয়েল উইলিংহাম (Daniel Willingham) বলছেন—

> "As you're reading a narrative, the sequence of events is important, and knowing where you are in a book helps you build that arc of narrative,"[১৪]

তাই বলা যায় অধ্যাপক রগোস্কি যদি বইয়ের 'Hard Copy' পাঠকদের ব্যবহার করতে দিতেন তাহলে কিছুটা পার্থক্য হয়তো লক্ষ করা যেত।

তাছাড়া 'Audio Book' সেক্ষেত্রেই বেশি কার্যকর যেখানে একজন শ্রোতা শুধু গল্প শোনার আনন্দে গল্প শোনেন। সেক্ষেত্রে ওই বইটির পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের মধ্যে উদ্দেশ্যের তেমন কোনও পার্থক্য দেখা যাবে না। কিন্তু যে বই থেকে আমরা কিছু দক্ষতা অর্জন করতে চাই (অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নন-ফিকশন, বিশেষ ক্ষেত্রে ফিকশনও হতে পারে) সেই বইয়ের 'Audio book' সেভাবে উপযোগী না হতেও পারে। কারণ কোনও স্কিল বা দক্ষতা তৈরি করার জন্য আমাদের সম্পূর্ণ মনোযোগের প্রয়োজন হয়, যা একটি নন-ফিকশন শোনার ক্ষেত্রে সবসময় বজায় রাখা মুশকিল।

এই কারণেই জনপ্রিয় সাহিত্য যেগুলো আমরা গল্প পড়ার আনন্দেই এতদিন পড়তাম সেগুলোর অডিও রূপান্তর শোনাতেও আনন্দের কোনও ঘাটতি দেখা দিল না, বরং আরও কিছু অতিরিক্ত বিষয় অডিও রূপান্তরের ক্ষেত্রে যুক্ত হল যা সাহিত্য পাঠের মধ্যে ছিল না। সেই বিষয়ে বলার আগে জনপ্রিয় সাহিত্যের অডিও রূপান্তরের কয়েকটি প্রকার সম্পর্কে বলে নেওয়া ভালো। যেমন—

১. Audio Drama : এটি মূলত কোনও কাহিনির নাট্য রূপান্তর যেটি শুধুমাত্র শ্রুতি নাটক হিসেবেই রূপান্তর করা হয়। দৃশ্যনাট্য এর উদ্দেশ্য নয়। একে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় যেমন 'Radio Drama', 'Radio Play', 'Radio Theatre' প্রভৃতি। ১৯২৭ সালের ২৬ আগস্ট কলকাতায় শুরু হয় অবিচ্ছিন্ন বেতার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 369 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সম্প্রচার। তার পরের বছরই সেখানে প্রতিষ্ঠা হল ‘বেতার নাটুকে দল’। সেখানে প্রথমবারের মতো অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে ‘জমাখরচ’, ১৯২৮-এর ১৭ জানুয়ারি প্রচারিত হল। এই গল্পটির বেতার নাট্যরূপ দেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। মূল চরিত্রেও তিনি অভিনয় করেন।[১৫] এর পরেও অজস্র গল্পের বেতার নাট্যরূপ ‘আকাশবাণী’ থেকে এবং পরে অন্যান্য রেডিও চ্যানেল থেকে প্রচারিত হয়েছে।

আকাশবাণীতে গল্পের বেতার নাট্যরূপ ও প্রযোজনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন ‘মহিষাসুরমর্দিনী’-র মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কাহিনির সঙ্গে বাংলা ভাষ্যের সংযোগকারী হিসেবে খ্যাত বাণীকুমার। বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক গ্রন্থের নাট্যরূপ দানে তিনি ছিলেনসিদ্ধহস্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পসহ তাঁর অনেক কবিতারও তিনি বেতার নাট্যরূপ দেন এবং সেই সৌভাগ্যের বিষয় যে নাট্যরূপগুলি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বেতারে শুনেছিলেন।

২. Audio Book : অডিও বই হল–

> “Recording of a book or other work being read out loud.”[১৬]

১৮৭৭ সালে টমাস এডিসন ফোনোগ্রাফ আবিষ্কারের পরই কোনও বলা কথাকে রেকর্ড করা ও তা পুনরায় শোনা সম্ভব হয়েছিল। এই আবিষ্কারের পর ফোনোগ্রাফিক বই বিশেষত দৃষ্টিহীনদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়। অডিও বইকে ‘Talking Book’-ও বলা হয়। এই শব্দবন্ধ প্রথমবার ব্যবহৃত হয় ১৯৩০ সালে যখন দৃষ্টিহীনদের শোনার জন্য বইয়ের অডিও রূপান্তর করা হয় সরকারিভাবে। অডিও বই যখন সমগ্র অংশ পাঠ করা হয় তাকে ‘unabridged’ বলে; যখন তা আংশিক উপস্থাপিত হয় তাকে ‘abridgements’ বলা হয়। ১৯৯৪ সালে ‘Audio Publisher Association’ ‘Audio book’ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন।[১৭] বাংলা সহ দেশীয় ভাষাতেও অনেক মাধ্যম এসেছে যার মধ্যে অডিও বই শুনতে পাওয়া যায় যেমন ‘ইউটিউব’, ‘কুকু এফ.এম.’, ‘Storytel’, ‘Audible.in’ প্রভৃতি। বর্তমানের সর্বাধিক বিক্রিত (best seller) বইগুলির পাশাপাশি পুরানো ক্লাসিক এবং জনপ্রিয় বইয়ের অডিও রূপান্তর ঘটছে এসব মাধ্যমে।

৩. Audio Story : কোনও গল্পকে যখন মূলত শাব্দিক ভাবে বিভিন্ন কণ্ঠ, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সহযোগে পাঠ করা হয় তখন তাকে অডিও স্টোরি বা শব্দ-গল্প বলা হয়। এই মাধ্যমে একের অধিক মানুষের কণ্ঠের ব্যবহার (দক্ষ বাচিক শিল্পী), ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের ব্যবহার লক্ষ করা গেল। বাংলা জনপ্রিয় সাহিত্যের ধারায় অডিও স্টোরির একটি বৃহৎ অবদান আছে। তা আদতে ভালো না খারাপ তা বিচার্য বিষয় হলেও মানুষের গল্প শোনার একটি বৃহৎ ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে উঠেছে এই শব্দ-গল্প মাধ্যমটি।

‘আকাশবাণী’ বেতার মাধ্যমে গল্পের রেডিও নাট্যরূপ প্রকাশের পাশাপাশি গল্প পাঠের আসরও অনুষ্ঠিত হতো। ‘গল্পদাদুর আসর’ নামক অনুষ্ঠানে অনেক গল্পই পাঠ করা হত আকাশবাণীতে। আগে এই আসরটি ‘ছোটদের আসর’ নামে পরিচিত থাকলেও পরে (১৯৪৩-এ) নাম পরিবর্তন করা হয়, পরিচালক হন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। লীলা মজুমদার যে সময়ে আকাশবাণীতে কর্মরত তখন তাঁর লেখা ‘হলদে পাখির পালক’ উপন্যাস পাঠ করা হয়, যা প্রভূত জনপ্রিয় হয়েছিল। পাঠ করেছিলেন জয়ন্ত চৌধুরী। ‘পাকদণ্ডী’ গ্রন্থে লীলা মজুমদার বলেছেন—

> “শুনে অবাক হয়ে ভাবতাম আমার লেখাটাকে (হলদে পাখির পালক) ও দশ গুণ ভাল করে দিচ্ছে। ...বেতারের যত দোষই থাকুক! সব সময়ে একটা সৃষ্টির হাওয়া বইত।”[১৮]

এই অডিও গল্পের মাধ্যমটিকে বাংলায় জনপ্রিয় করে তুলেছে মূলত ‘রেডিও মির্চি’ তাদের ‘সানডে সাসপেন্স’ প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে। ২০০৯ সালের ২৮ জুন সত্যজিৎ রায়ের ‘সেপ্টোপাসের খিদে’ গল্প দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয় এবং পরিকল্পনা ছিল সত্যজিৎ রায়ের গল্পগুলিকেই শব্দ-গল্পে রূপান্তরিত করা। সত্যজিৎ রায়ের মোট ৩৮ টি গল্প প্রতি সপ্তাহে প্রকাশের পর জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে প্রেমেন্দ্র মিত্র (গল্পের শেষে, হাতির দাঁতের কাজ), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (দুর্গের মতো সেই বাড়িটা, ছোটো মামার ব্যাপারটা, বেণী লস্করের মুণ্ডু প্রভৃতি গল্প এবং কাকাবাবুর কাহিনি) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (টোপ, সহচর, বুদ্ধির বাইরে প্রভৃতি), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কঙ্কাল, মণিহারা প্রভৃতি), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সাক্ষী, প্রেতপুরী, লোহার বিস্কুট, সবুজ চশমা, আকাশবাণী, ব্যোমকেশের কাহিনি এবং তাঁর লেখা অনেক ঐতিহাসিক কাহিনি প্রভৃতি), হেমেন্দ্রকুমার রায় (নেতাজির ছয়

মূর্তি, যখের ধন, আবার যখের ধন প্রভৃতি উপন্যাস; মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী, পোড়ো মন্দিরের আতঙ্ক, রুদ্রনারায়ণের বাগানবাড়ি, আধ খাওয়া মড়া, চিলের ছাদের ঘর, বন্দি আত্মার কাহিনি প্রভৃতি গল্প), সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ (কর্নেল কাহিনি, হাওয়াকল, রাতের মানুষ, কেকরাডিহির বৃত্তান্ত, ছায়া সঙ্গিনী প্রভৃতি গল্প), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (মায়া, মেডেল, অভিশপ্ত, অশরীরী প্রভৃতি গল্প; চাঁদের পাহাড়, হীরা মানিক জ্বলে উপন্যাস), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (তৈলচিত্রের ভূত, হলুদ পোড়া), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (ভুলোর ছলনা), তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প) প্রমুখ জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের গল্প প্রকাশিত হয়েছে।

দেশীয় সাহিত্যিকদের পাশাপাশি বিদেশি জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের লেখা নিয়েও অডিও স্টোরি প্রকাশিত হয়েছে যেমন এডগার এলান পো (The Mystery of Marie Roget, The cask of Amontillado, The tell Tale Heart প্রভৃতি), স্যার আর্থার কোনান ডয়েল (শার্লকের কাহিনি), Stacy Aumonier (The Perfect Murder), Ray Bradbury (Mars Is Heaven!), Alexandre Dumas (The Count of Monte Cristo, The Three Musketeers) সহ আরও অনেকের।

বর্তমানে বিখ্যাত এমন বাংলা সাহিত্যিকদের লেখাকেও সানডে সাসপেন্স তুলে এনেছে যেমন প্রচেত গুপ্ত, সায়ক আমান, হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অভীক সরকার, বৈশালী দাসগুপ্ত নন্দী। অনেক অনামা অপরিচিত লেখকের কাহিনিকেও তারা প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করেনি। অনেক লেখক সানডে সাসপেন্সে গল্প প্রকাশের পরই জনপ্রিয় সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন— এমন নজিরও দেখা গেছে।

উপরোক্ত লেখকদের পাশে বন্ধনীতে কাহিনির নাম দেখে কোন ধরনের সংরূপ (Genre) মূলত শব্দ-গল্প রূপান্তরে স্থান পাচ্ছে তা অনুধাবন করা যাবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জনপ্রিয় সাহিত্যধারার মধ্যে পড়ে এমন কাহিনিই প্রকাশিত হচ্ছে যেমন গোয়েন্দা কাহিনি, ভৌতিক-অলৌকিক কাহিনি, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান, থ্রিলার প্রভৃতি। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড' বা কমলকুমার মজুমদারের লেখা গল্প-উপন্যাস অডিও স্টোরি হিসেবে কখনই জায়গা পাবে না কারণ এই উপন্যাস বা গল্পগুলি সাহিত্যমূল্যের বিচারে অতুলনীয় হলেও তাদেরকে শব্দ-গল্পে রূপান্তরের পর্যাপ্ত 'Meterial' বা 'উপাদান' নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকলে তবেই তা অডিও গল্প হিসেবে উপাদেয় হবে যেগুলি মূলত জনপ্রিয় সাহিত্যধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন, গল্পের গতি, টানটান উত্তেজনা বা সাসপেন্স, কৌতূহলকর কাহিনি, মিস্ট্রি, অলৌকিকতা এবং সর্বোপরি গল্পে সুচারুভাবে সাউন্ড এফেক্ট ব্যবহার করার সুযোগ।

বাংলা অডিও গল্পের জগত আজ শুধু রেডিওতে থেমে নেই, এসেছে অন্যান্য মাধ্যমও; যেমন ইউটিউব। সেখানে কোনও প্রতিষ্ঠানের, গোষ্ঠীর ও অনেক সময় একক প্রচেষ্টায় অডিও গল্প প্রচারিত হচ্ছে। অনেক বই প্রকাশনা সংস্থাও তাদের প্রকাশিত গল্প নিয়ে অডিও গল্প তৈরি করছে, যেমন, বিভা ক্যাফে। কেউ কেউ নিজে গল্প লিখে এবং বিদেশি গল্পের অনুবাদ করে অডিও স্টোরিতে রূপান্তর করছেন যেমন 'মিডনাইট হরর স্টেশন' চ্যানেলে লেখক সায়ক আমান। তাছাড়াও 'গপ্পমীরের ঠেক', 'থ্রিলারল্যান্ড', 'থ্রিলার স্টেশন', 'Scary Tale' প্রভৃতি অজস্র গল্পের চ্যানেল রয়েছে যাদের জনপ্রিয়তা কোনও অংশে কম নয়। তবে জনপ্রিয় সাহিত্যের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ না থেকে ক্লাসিক গল্প বা উপন্যাসকে অডিও গল্পের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত রাখছে 'গপ্পমীরের ঠেক'। বর্তমানে রেডিও মির্চিও শুরু করেছে 'Friday Classics' নামের একটি প্রোগ্রাম।

8. Podcast : পডকাস্ট মূলত একটি শাব্দিক মাধ্যম। তবে এর ক্ষেত্র শুধু গল্প শোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। 'Motivational Speech', 'Enhanced podcast', 'Fiction podcast', 'Podcast novels', 'Video podcast' এরকম অনেক রকমের পডকাস্ট লক্ষ করা যায়। এটিকে রেডিও প্রোগ্রামের মতোই বলা যায়, বাড়তি সুবিধা হল কোনও প্রোগ্রামকে ইচ্ছেমত চালানো এবং বন্ধ করা শ্রোতার নিজের হাতে থাকে।

অডিও গল্পের উপকারী দিকের কথা বলতে গেলে বলতে হয়—

১. যেকোনো মানুষ সে সাক্ষর হন বা নিরক্ষর, গল্পের আনন্দ লাভ করতে কোনও বাধার সম্মুখীন হন না।

২. চোখের দিক দিয়ে সমস্যায় থাকা ব্যক্তিরাও অডিও গল্প শুনতে পারে।

৩. যে কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেও গল্প শোনা যায়, গল্প পড়ার জন্য যে নিরবচ্ছিন্ন অবসর প্রয়োজন ছিল তা অডিও গল্প শোনার ক্ষেত্রে না হলেও চলে।

৪. দক্ষ অডিও গল্পের পাঠক (দক্ষ বাচিক শিল্পীরা) তার কণ্ঠের মাধ্যমে চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলেন বলে সহজেই চরিত্রের প্রতি শ্রোতার 'সহমর্মিতা' বা 'এম্প্যাথি' তৈরি হয়। গল্প পাঠের সময় যেটা পাঠকের 'কল্পনা' বা 'ইমেজিনেশন'-এর মাধ্যমে জন্ম নিত।

৫. 'BGM' বা 'ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক'-এর দৌলতে শ্রোতা সরাসরি কাহিনির মধ্যে প্রবেশ করে যায় খুব সহজেই এবং নিমেষেই। কিন্তু কাহিনি পাঠের ক্ষেত্রে কাহিনিতে প্রবেশ করতে অধিক মনোযোগ ও অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।

কিন্তু পরিশেষে বলা উচিত অডিও গল্প শোনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি শ্রোতাদের গল্পে প্রবেশে এবং আনন্দলাভে সহায়তা করে সেই বিষয়গুলিই কোনও না কোনওভাবে পাঠকদের ক্ষতিও করছে। নিয়মিত গল্প শোনেন অর্থাৎ গল্প শোনার অভ্যাস যার রয়েছে সেরকম পাঠক যখন গল্প নিজে পড়তে যান তখন যান্ত্রিক কৌশলের মধ্যে দিয়ে যে অনুভবের অভ্যাস তার রয়েছে পাঠ্য কাহিনিতে তার অভাব বোধ করেন। এই কারণেই কোনও নিয়মিত অডিও গল্পের শ্রোতা দীর্ঘ সময় গল্প বা উপন্যাস পাঠ করতে ক্লান্তি বোধ করতে পারেন। অডিও গল্প একটি কাহিনির চিত্র যে 'কৃত্রিম' বা 'Artificial' পদ্ধতিতে শ্রোতার মস্তিষ্কে ফুটিয়ে তোলে সেটা গল্প পাঠককে নিজে পড়ে স্বাভাবিক উপায়ে তৈরি করতে হয়। লেখকের ভাষা তাকে সেক্ষেত্রে সাহায্য করে বটে কিন্তু এমন অনেক অনুষঙ্গের অভাব সেখানে থেকে যায় যা অডিও গল্পে ছিল।

এবারে আসা যাক অডিও গল্পের জগতে সত্যজিৎ রায়ের প্রসঙ্গে। বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় সাহিত্যধারার পুষ্টিসাধনে তাঁর অবদান অনেকখানি। 'পপুলার লিটেরেচার' ধারার মূল কয়েকটি উপধারা, যেমন— 'গোয়েন্দা কাহিনি', 'ভৌতিক-অলৌকিক কাহিনি', 'সায়েন্স ফ্যান্টাসি' বিষয়ে সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি পাঠকের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তাঁর সমকালে। এই জনপ্রিয়তায় যে আজও ভাটা পড়েনি তা বোঝা যাবে বর্তমান কালে তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাসের পাঠক-শ্রোতার সংখ্যা বিচার করলে। তিনি মূলত কলম ধরেছিলেন 'সন্দেশ' পত্রিকার পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে। সন্দেশ যেহেতু ছোটোদের জন্য নিবেদিত পত্রিকা সেহেতু সেখানে তাদের উপযোগী গল্প রচনা করতে হবে— এই ছিল পরিকল্পনা। সঙ্গে সঙ্গে ছোটোদের জন্য লেখা হলেও সেসব লেখা যেন বড়রাও পড়ে আনন্দ পায়, এই দিকটিকেও তিনি সচেতনভাবে খেয়াল রেখেছিলেন। আদর্শ সাহিত্য তো তা-ই যা যে কোনও বয়সের পাঠককে আনন্দ দান করতে পারে। তাই তাঁর রচনাগুলি শিশু বা কিশোর সাহিত্যের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে গেছে।

'সন্দেশ' পত্রিকার জন্ম হয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর হাতে ১৯১৩ সালে, মূলত শিশু-কিশোরদের জন্য। ১৯১৫ সালে সম্পাদনার ভার নেন সুকুমার রায়। তাঁর মৃত্যুর পর পত্রিকাটি অনেকদিন বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬১ সালে সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় আবার নতুন করে পত্রিকাটি বের করেন। সত্যজিৎ রায়ের অধিকাংশ লেখাই সন্দেশে বেরিয়েছে বলে তাঁর সাহিত্য জীবনে এই পত্রিকাটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর লেখা ফেলুদা কাহিনি, প্রোফেসর শঙ্কুর কাহিনি, তারিণীখুড়োর গল্প এবং অন্যান্য অনেক গল্পই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

কিশোরদের মধ্যে তাঁর লেখা গল্পের জনপ্রিয়তার মাত্রা সেই সময়ে কতটা ছিল তা বর্তমানের প্রখ্যাত লেখক প্রচেত গুপ্তের ছোটোবেলার একটি স্মৃতিচারণ থেকে বোঝা যাবে—

> "স্কুল ছুটি হয়েছে বিকেল চারটে বেজে দশ মিনিটে। ছুটির ঘন্টা পড়তেই ব্যাগ কাঁধে দুটো তিনটে করে সিঁড়ি টপকালাম। তারপর স্কুলের গেট পেরিয়ে চোঁ চোঁ দৌড়। একবারে হাড্ডা-হাড্ডি লড়াই। এই দৌড় শেষে যে জিতবে কী পাবে সে? সোনার মেডেল? নাকি রুপোর ট্রফি? না সেসব কিছুই নয়, এই দৌড়ের প্রাইজটি ছিল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 369 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> একেবারে অন্যরকম। প্রাইজ ছিল সত্যজিৎ রায়ের লেখা একটা গল্প। গল্পের নাম ‘বঙ্কুবাবুর বন্ধু’। বইয়ে চেপে সেই গল্প বাড়িতে এসে গিয়েছে। সারাদিন স্কুলে ছটফট করেছি। যে আগে বাড়ি পৌঁছাবে সে আগে গল্পটা পড়তে পারবে। তাই দু’জনের দৌড়। গল্প পড়ার জন্য দৌড়ের কথা কেউ কোনওদিন শুনেছে? আমাদের ছোটবেলায় কিন্তু সত্যজিৎ রায় এই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। গল্পের কেমন জোর ছিল বোঝো একবার।”[১৯]

চলচ্চিত্রকার হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে খ্যাত হলেও ছোটোদের কাছে তিনি লেখক হিসেবেই কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন।

আজ যখন অডিও গল্পের দৌলতে গল্পের পাঠকেরা দিনে দিনে শ্রোতা হয়ে উঠছে অর্থাৎ কাহিনি অধিগ্রহণ পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের দিনেও তাঁর লেখা গল্পের চাহিদা ক্রমবর্তমান। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সানডে সাসপেন্সের যাত্রা শুরুই হয়েছিল তাঁর লেখা গল্পের হাত ধরে। তার আগেও ‘সবুজ মানুষ’ নামে একটি গল্প ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে কলকাতা আকাশবাণী থেকে রাত আটটার সময় সম্প্রচারিত হয়েছিল। এই গল্পটি সত্যজিৎ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অদ্রীশ বর্ধন ও দিলীপ রায় চৌধুরী— এই চারজন লেখক সমবায় পদ্ধতিতে লিখেছিলেন। চতুর্থ লেখক ছিলেন সত্যজিৎ। এই চারজন মিলে কাহিনি রচনা ও তা বেতারে প্রচার— একটি অভিনব উদ্যোগ বলা চলে।

সবুজ মানুষ গল্পের চারজন গল্পকার। বামদিক থেকে অদ্রীশ বর্ধন, সত্যজিৎ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র আর দিলীপ রায়চৌধুরি। (চিত্রঋণ- https://www.prohor.in)[২০]

৩৫ টি ফেলুদার গোয়েন্দা কাহিনি ও ৩৮ টি সম্পূর্ণ প্রোফেসর শঙ্কুর কল্পবিজ্ঞান কাহিনি রচনা করেন তিনি। তাছাড়াও তারিণীখুড়োর কাহিনি, ‘মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প’ এবং আরও অনেক ভৌতিক-অলৌকিক, কল্পবিজ্ঞানধর্মী ছোটোগল্প রচনা করেন। এগুলির বেশিরভাগই অডিও গল্প হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে এবং তা বিপুল জনপ্রিয় হয়েছে।

চিত্রঋণ - মির্চি বাংলা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 369 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এখনও লেখকের জন্মমাসে ‘মে মাস রে মাস’ শিরোনামে রেডিও মির্চি তাঁর লেখা গল্প প্রকাশ করছে। তাঁর যে যে কাহিনিগুলির অডিও রূপান্তর হয়েছে তাঁর মধ্যে কয়েক ধরনের কাহিনিই প্রধান। যেমন—

১. কল্পবিজ্ঞান কাহিনি : ‘সেপ্টোপাসের খিদে’ দিয়ে শুরু করে ‘বঙ্কুবাবুর বন্ধু’ এবং প্রোফেসর শঙ্কুর প্রায় সব কাহিনিরি অডিও রূপান্তর ঘটেছে। সেগুলির জনপ্রিয়তা কতখানি তা বোঝানো জন্য রেডিও মির্চির ইউটিউব চ্যানেল[২১] থেকে একটি খতিয়ান দেওয়া যেতে পারে—

গল্পের নাম	সম্প্রচারের তারিখ	শ্রোতার সংখ্যা (১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত)
সেপ্টোপাসের খিদে	পুনরায় রেকর্ডিকৃত ২০১৩ প্রকাশিত ২৭.০৯.২০১৮	৬০৫,৮২৮
বঙ্কুবাবুর বন্ধু	২৬.০৫.২০১৮	১,৩৫৮,৬২১
প্রোফেসর হিজিবিজবিজ	০৬.০৩.২০১৮	৯৮১,১৬৮

প্রোফেসর শঙ্কুর কাহিনিগুলির জনপ্রিয়তাও কম নয়— প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ.এফ.ও (১.৮ মিলিয়ন), একশৃঙ্গ অভিযান (২.৭ মিলিয়ন), শঙ্কুর সুবর্ণ সুযোগ (১.৮ মিলিয়ন), শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান (১.৭ মিলিয়ন) প্রভৃতি কাহিনির শ্রোতার সংখ্যা বিপুল।[২২] উপরোক্ত তথ্য কেবল ইউটিউব মাধ্যমে প্রকাশের উপর নির্ভর করে দেওয়া, রেডিও সম্প্রচারে কতজন শুনেছেন সে হিসেব এর সঙ্গে যুক্ত হলে তা আরও বৃহৎ আকার ধারণ করবে তা বলাই যায়।

২. গোয়েন্দা কাহিনি : অডিও গল্পের শুরুটা গোয়েন্দা কাহিনি দিয়ে না হলেও একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে ফেলুদার গোয়েন্দা কাহিনিগুলি রয়েছে। ১৪ মার্চ ২০১০ সালে ‘ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি’ গল্প প্রথম সানডে সাসপেন্সে প্রচারিত হয় এবং ইউটিউবে সম্প্রচারিত হয় ২০ মার্চ ২০১৮ সালে যার শ্রোতার সংখ্যা আজ পর্যন্ত ৩০ লক্ষ ৯০ হাজার।[২৩] সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। বাকি ফেলুদার কাহিনিগুলিও বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে অডিও গল্প হিসেবে। নিচে কয়েকটি গল্পের নাম ও শ্রোতার সংখ্যা দেওয়া হল—[২৪]

কাহিনির নাম	শ্রোতার সংখ্যা
দার্জিলিং জমজমাট	৭.২ মিলিয়ন
গ্যাংটকে গণ্ডগোল	৯ মিলিয়ন
হত্যাপুরী	৮.৪ মিলিয়ন
যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে	৭.৭ মিলিয়ন
ছিন্নমস্তার অভিশাপ	৭.৭ মিলিয়ন
বাদশাহি আংটি	৭.৫ মিলিয়ন
ডাঃ মুনসীর ডায়রি	৩ মিলিয়ন

বাকি কাহিনিগুলির শ্রোতার সংখ্যাও বিপুল। তাই ফেলুদার কাহিনিগুলির জনপ্রিয়তার পরিচয় এর থেকে বুঝতে পারা যায়।

৩. ভৌতিক-অলৌকিক কাহিনি : প্রথমদিকে অডিও রূপান্তরের জন্য সানডে সাসপেন্স সত্যজিৎ রায়ের লেখা অলৌকিক কাহিনিগুলিকেই বেশি পছন্দ করেছিল। তাঁর লেখা ‘ভূতো’, ‘খগম’, ‘নীল আতঙ্ক’, ‘বাদুড় বিভীষিকা’, ‘কুটুম - কাটাম’, ‘কনওয়ে কাস্‌লের প্রেতাত্মা’, ‘মিঃ শাসমলের শেষ রাত্রি’ প্রভৃতি অসখ্য গল্প এবং তারিণীখুড়োর কাহিনিগুলি প্রকাশিত হয়। এই কাহিনিগুলিও অনেক সংখ্যক মানুষ শুনেছেন। তালিকা দিয়ে আলোচনাকে আর দীর্ঘায়িত না করাই ভালো, তথ্যসূত্রের লিঙ্ক থেকে অথবা সার্চ করে গল্পের শ্রোতার সংখ্যা দেখতে পাওয়া যাবে।

তাই বলা যায় অডিও গল্পের জগতে একটা বড়ো অংশের শ্রোতা সত্যজিৎ রায়ের লেখা জনপ্রিয় সাহিত্যগুলি শুনতে পছন্দ করছেন। শুধু অডিও গল্পই নয়, সিনেমা, ওয়েব সিরিজ, শর্ট ফিল্ম এবং সর্বোপরি পাঠ্য সাহিত্য হিসেবেও

তাঁর লেখা কাহিনিগুলি জনপ্রিয়। দেখা যাচ্ছে— জনপ্রিয় সাহিত্য বরাবরই বিভিন্ন মাধ্যম বেছে নিচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য। কখনও মুখে মুখে, কখনও লেখ্য সাহিত্য হিসেবে আবার কখনও অডিও গল্প, সিনেমা, গ্রাফিক নভেল, কমিক্স হিসেবে। যেভাবেই মানুষের কাছে তা পৌঁছাক না কেন, এই সাহিত্যগুলির জনপ্রিয়তা সমানভাবে বজায় থাকে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম তিন দশককে অডিও গল্পের যুগ বলা যেতেই পারে। একটা প্রবণতা বর্তমানে লক্ষ করা যাচ্ছে। সেটি হল জনপ্রিয় সাহিত্যের অডিও রূপান্তর শুনে অভ্যস্ত শ্রোতারা বই পড়ে গল্প আস্বাদনের দিকে আর সেভাবে যাচ্ছেন না। বড়োদের ক্ষেত্রে তা সেভাবে সমস্যার না হলেও ছোটোদের মধ্যে তা সমস্যার কারণ হতে পারে, কারণ এর ফলে তাদের পাঠের অভ্যাস সেভাবে তৈরি হচ্ছে না। তাছাড়াও বইমুখী গল্প পাঠকের সংখ্যা দিনে দিনে কমে আসতে পারে অতিরিক্ত অডিও মাধ্যমে গল্প শোনার কারণে। জনপ্রিয় সাহিত্যকে 'Junk Fiction'-ও বলা হয়। টার্মটি এসেছে 'জাঙ্ক ফুড' এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। অর্থাৎ জাঙ্ক ফুড খেলে স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি মানুষের যেরকম অরুচি তৈরি হয় সেরকম জাঙ্ক ফিকশন অতিরিক্ত পাঠ বা শোনার কারণে ক্লাসিক সাহিত্যের প্রতিও মানুষের অনীহা তৈরি হতে পারে।

আরও একটা বিষয়ের কথা বলা যেতে পারে, তন্ত্র-মন্ত্র নির্ভর তান্ত্রিক কাহিনির অডিও রূপান্তরের জনপ্রিয়তা বাংলা সাহিত্যের লেখকদের এই ধরনের সাহিত্য রচনার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। ফলে এমন কিছু কাহিনি বর্তমানে রচিত হচ্ছে যা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, সাহিত্যমূল্যের বিচারে দুর্বল এবং শ্রোতাদের মনের জন্য ক্ষতিকর। খোলা মনে সাহিত্য থেকে আনন্দলাভের উদ্দ্যেশ্যে এইসব গল্প গ্রহণ না করলে মনে বিরূপ প্রভাব পড়াও অসম্ভব নয়।

তবে একটা আশার কথাও আছে। বর্তমানে শুধু জনপ্রিয় সাহিত্যের গণ্ডীতেই অডিও গল্প তাঁর যাত্রা থামিয়ে রাখেনি, 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'আনন্দমঠ' 'রাজর্ষি', 'শ্রীকান্ত', 'দেবদাস', 'পথের দাবী' প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিকও প্রকাশিত হচ্ছে এবং সেগুলির শ্রোতার সংখ্যাও জনপ্রিয় সাহিত্যগুলির চেয়ে কোনও অংশে কম থাকছে না। একটা বাঁকবদল দেখা যাচ্ছে।

তাছাড়াও অডিও গল্পের মাধ্যমে অনেক অনামা লেখক তাদের সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাচ্ছেন। লেখার চর্চা এর ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা একপ্রকার বাংলা সাহিত্যেরই লাভ।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গ্রাম্যসাহিত্য, লোকসাহিত্য, *রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড*, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৭১৭

২.https://bangla.aajtak.in/utility/story/birth-bengali-language-printing-first-bengali-book-was-published-18-march-1800-269272-2021-03-18, Retrived on 10.09.2024

৩. https://bn.wikipedia.org/wiki/কৃত্তিবাসী_রামায়ণ, Retrived on 10.09.2024

৪. চণ্ডীদাস, বড়ু, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র*, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পা.), কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ১৩৬

৫. Panda, Ankita Akankhya, Introduction, *Genre Fiction and the High Literary Tradition,* International Journal of Creative Research Thoughts, Vol. 8, Issue 2, February 2020, ISSN: 2320-2882, Page- 1

৬. Das, Sisir Kumar, *Popular Literature and The Reading Public,* Indian Literature, Vol. 39, No. 5 (175), Page-152 (Stable URL: https://www.jstor.org/stable/24159210, Retrived on 09.09.2024)

৭. তদেব, পৃ. ১৫২

৮. দেবী, আশাপূর্ণা, *প্রথম প্রতিশ্রুতি*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, চৈত্র ১৪২৪, পৃ. ২

৯. তদেব, পৃ. ২

১০. রায়, সত্যজিৎ, *শঙ্কু সমগ্র*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার, ডিসেম্বর ২০০৩, পুস্তক পরিচয় পৃষ্ঠা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 369 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১১. তদেব, পুস্তক পরিচয় পৃষ্ঠা।

১২. https://www.youtube.com/watch?v=Hsi3ppWL1ac, Retrived on- 11.09.2024

১৩. https://time.com/5388681/audiobooks-reading-books/, Retrived on 12.09.2024

১৪. তদেব, Retrived on 12.09.2024

১৫.https://banglalive.com/a-detailed-history-of-the-initiation-of-kolkata-radio-station/, Retrived on 12.09.2024

১৬. https://en.wikipedia.org/wiki/Audiobook, Retrived on 10.06.2023

১৭. তদেব, Retrived on 12.09.2024

১৮. মজুমদার, লীলা, *পাকদণ্ডী*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃ. ৫৪

১৯. গুপ্ত, প্রচেত, ছোটদের বড় হওয়ার বন্ধু, আনন্দমেলা, *শতবর্ষে সত্যজিৎ রায়*, সিজার বাগচী (সম্পা.), কলকাতা, ৫ মে ২০২১, ৪৭ বর্ষ, ১ সংখ্যা, পৃ. ২৪

২০.https://banglalive.com/a-detailed-history-of-the-initiation-of-kolkata-radio-station/, Retrived on 12.09.2024

২১. https://www.youtube.com/@MirchiBangla/videos, Retrived on 13.06.2023

২২. তদেব, Retrived on 12.09.2024

২৩. https://youtu.be/OSh_TkJF6zQ?si=zhuoud3pkVrJh-fD, Retrived on 12.09.2024

২৪. তদেব, Retrived on 12.09.2024